بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৫ মার্চ ২০২২

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো মজলিস আতফালুল আহমদীয়া নরওয়ের সদস্যবৃন্দ

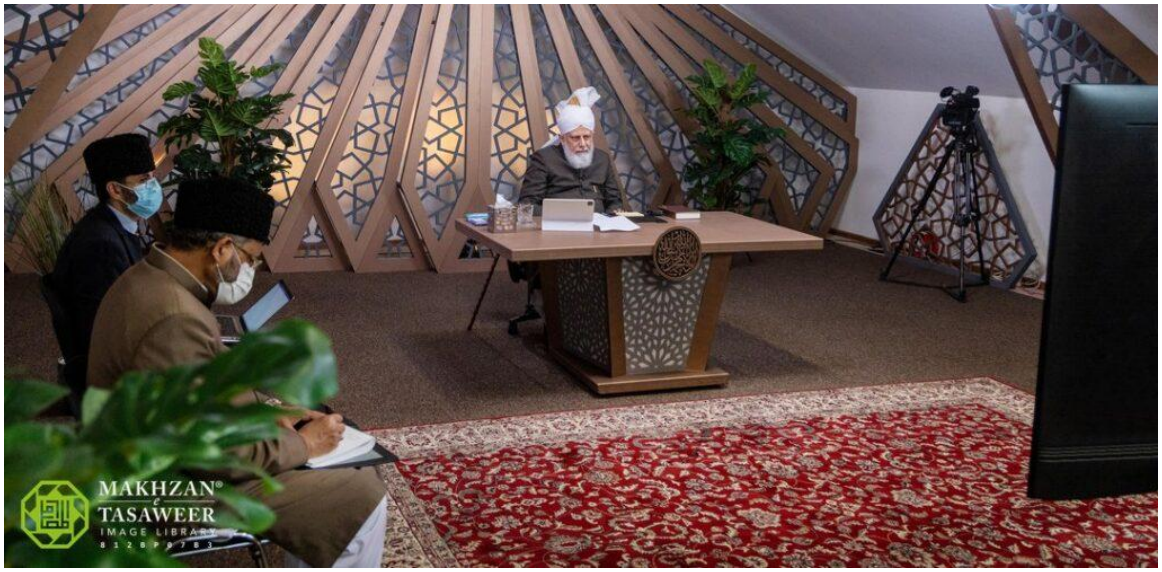

"দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের সময় আল্লাহ্ তা'লার কাছে অনুনয়-বিনয় সহকারে আকুতি করো যেন তিনি তোমাকে তাঁর নৈকট্য দান করেন।"— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২০ মার্চ ২০২২, মজলিস আতফালুল আহমদীয়া (৭-১৫ বছর বয়সী আহমদী বালকেদের অঙ্গ-সংগঠন) নরওয়ের সদস্যদের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আতফাল সদস্যগণ নরওয়ের বায়তুন নাসর মসজিদ থেকে সভায় ভার্চুয়ালি (অনলাইনে) সংযুক্ত হন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হওয়া কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের নিকট প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

একজন আতফাল ইউক্রেনে সংগঠিত যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেন এবং জিজ্ঞেস করেন যে, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট উভয়ই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া নাকচ করে দিয়েছেন এমন পরিস্থিতিতে এখন কী হওয়া উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যখন যুদ্ধ শুরু হয়, আমি একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলাম যে, বিভিন্ন পক্ষের এ যুদ্ধের থেকে নিবৃত্ত হওয়া এবং একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া উচিত। অন্যথায়, এই যুদ্ধ বিশ্ব-যুদ্ধে উপনীত হতে পারে। যদি এটি বিশ্ব-যুদ্ধে পরিণত হয় তবে এর ফলাফল ভয়াবহ হবে। অতএব, রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টবৃন্দ, ন্যাটো এবং যুক্তরাষ্ট্রের উচিত প্রজ্ঞা ও যুক্তির সঙ্গে কাজ করা। মানবতাকে রক্ষা করার জন্য সকল পক্ষের প্রজ্ঞার সঙ্গে কাজ করা উচিত। অন্যথায়, যেমনটি আমি বলেছি এর ফলাফল খুবই ভয়াবহ হবে। সুতরাং, আমরা কেবল মানুষকে বুঝাতে পারি এবং দোয়া করতে পারি, আর আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব তার সবটুকুই আমরা করছি। তোমারও দোয়া করা উচিত যেন

আল্লাহ্ তা'লা নেতৃবৃন্দকে প্রজ্ঞা দান করেন যেন তারা আর যুদ্ধকে বৃদ্ধি না করেন। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে এবং তাই দোয়া করো যেন যুদ্ধবিরতি হয়, তারা তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি ও মীমাংসা করতে সক্ষম হয়। অন্যথায় ফলাফল খুবই ভয়াবহ হবে এবং অর্ধেক পৃথিবী বিলুপ্ত হবে। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন।"

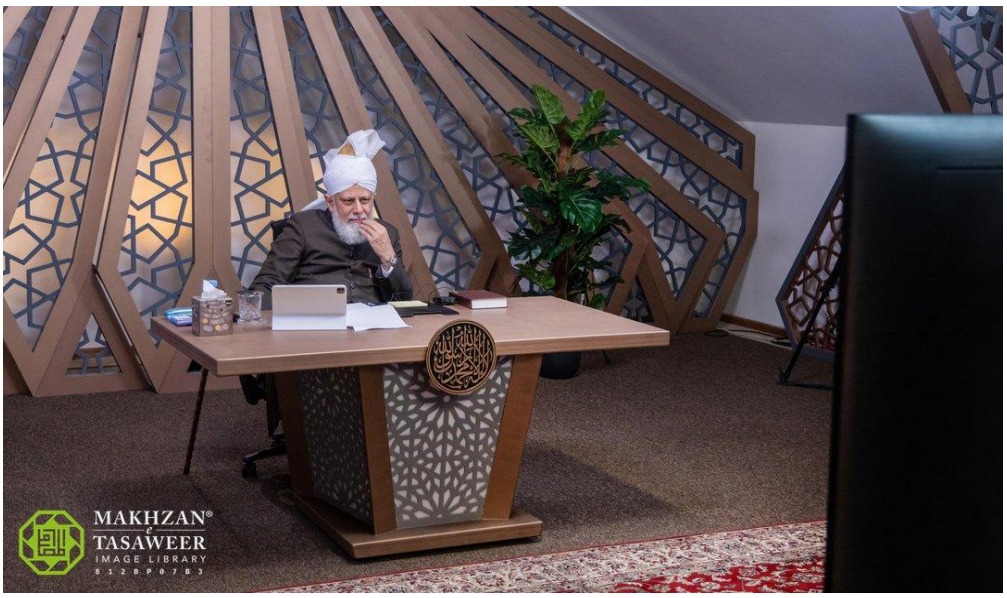

একজন তিফল হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন নীতি-নৈতিকতা কী এবং কীভাবে এগুলোকে একজনের প্রতিদিনকার জীবনে প্রয়োগ করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"পবিত্র কুরআনে ৭০০ এর অধিক নির্দেশনা রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লা কোনটি ভাল ও কোনটি খারাপ তা বলে দিয়েছেন। সুতরাং, আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে যেসব কাজ করতে নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলো ভাল কাজ এবং আল্লাহ্ তা'লা যেসব কাজ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন সেগুলো ক্ষতিকর ও খারাপ কাজ। ... একজন ভাল মুসলিমের নৈতিকভাবেও উন্নত হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন তোমাদের দুইটি কর্তব্য; এক, আল্লাহ্র ইবাদত করা ও তাঁর অধিকার প্রদান করা। এর মধ্যে আল্লাহ্র সেসকল অধিকার যা তাঁর প্রাপ্য। দ্বিতীয়ত, অন্যের প্রতি তোমার দায়িত্ব পালন করা উচিত। সর্বদা ভালো চিন্তা করো এবং অপরাপর মানুষের তথা আল্লাহর সকল সৃষ্টির কল্যাণে কাজ করো।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"কিছু নৈতিক দায়িত্বাবলি রয়েছে। তোমাকে তোমার বন্ধুদের প্রতি সদয় হতে হবে, আর যেমনটি আমি ইতিমধ্যে বলেছি, মহান আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা, পিতা-মাতার আজ্ঞা পালন করা, অগ্রজদের শ্রদ্ধা করা, শিক্ষকবৃন্দকে শ্রদ্ধা করা, পড়াশোনায় পূর্ণ মনযোগ প্রদান করা, ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা। এ কাজগুলো তোমাকে নৈতিকভাবে উন্নত করবে। সর্বদা দেখবে খারাপ বিষয়গুলো কী কী, যা তোমার নৈতিকতাকে কলুষিত করতে পারে। এমন টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখবে না তোমার শিক্ষার জন্য ভাল নয়, যা তোমাকে ভাল কাজ থেকে বিচ্যুত করছে, যা তোমাকে নৈতিকভাবে কলুষিত করছে, আর যা তোমাকে সমাজের মন্দ কাজে সম্পৃক্ত করতে উদ্যত হচ্ছে। ইন্টারনেটে ও সোশাল মিডিয়ায় এমন প্রোগ্রাম কখনোই দেখবে না, যা তোমার নৈতিকতাকে কলুষিত করতে পারে, যা তোমার জন্য ভাল না, যা তোমাকে বিপথে পরিচালিত হতে দেয়, যা তোমাকে ধর্মের মৌলিক শিক্ষাসমূহ হতে বিচ্যুত করতে পারে। আমাদের জন্য দিকনির্দেশনা বিদ্যমান এবং তা হল পবিত্র কুরআন। কুরআনের অর্থ শেখার চেষ্টা করো। অতএব, কুরআনে বর্ণিত পালনীয় ও বর্জিত কাজসমূহকে খুঁজে বের করো এবং তা মেনে চলো।"

কীভাবে একজন উন্নত মানুষ হওয়া যায় এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করা যায় এ সম্পর্কিত অপর এক প্রশ্ন করা হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় আল্লাহ্ তা'লার কাছে অনুনয়-বিনয় সহকারে আকুতি করো যেন তিনি তোমাকে তাঁর নৈকট্য দান করেন এবং তোমাকে তাঁর নিকটবর্তী করে নেন। সবসময় ভালো কথা বলবে, কখনো কারো সাথে মন্দ কিছু বলবে না বা গালি-গালাজ করবে না। অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে লড়াই করবে না। তোমার পিতামাতার কথা শুনবে, তাদের শ্রদ্ধা করবে এবং তোমার শিক্ষকদের সঙ্গেও উত্তম আচরণ করবে। তোমার সহপাঠীদের সঙ্গেও সুন্দর করে কথা বলবে এবং তাদের সাথে ঝগড়া করবে না। তোমার তাদেরকে বলা উচিত তুমি একজন আহমদী মুসলমান এবং তুমি কেবল ভালো কথা বলো ও ভালো কাজ করো। অনুপযুক্ত কথোপকথনে যোগ দিবে না এবং নোংরা ভিডিও ও প্রোগ্রামসমূহ দেখবে না। টেলিভিশন, ফোন ও ট্যাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে অহেতুক প্রোগ্রাম দেখে নিজের সময় অপচয় করবে না। সময় অপচয় করার পরিবর্তে, মাঠে যাও, এবং শরীরচর্চামূলক খেলাধুলা করো। এগুলো তোমাকে ভালো মানুষ বানাবে এবং তোমাকে আল্লাহর নৈকট্য পেতে সক্ষম করে তুলবে।"

অপর একজন তিফল উল্লেখ করেন যে, তার স্কুলের কিছু শিক্ষার্থী নরওয়েতে বিদেশি হওয়ার কারণে তাকে 'নোংরা' বলে আখ্যায়িত করে। তার কীভাবে এর প্রত্যুত্তর করা উচিত এ সম্পর্কে পরামর্শ জ্ঞাপন করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তুমি তাদের বলবে যে তুমি নোংরা নও এবং নামায পড়ার জন্য তুমি দৈনিক পাঁচবার ওযু করো। সুতরাং তুমি তাদের থেকেও পরিষ্কার! যদি তারা বলে যে তুমি মুসলিম ও বিদেশি বলে খারাপ ব্যক্তি এবং 'নোংরা' বলতে তারা বোঝাচ্ছে তুমি ভাল ব্যক্তি নও সেক্ষেত্রে তাদের বলো যে, প্রকৃত সাধুতা হল নৈতিকভাবে ভালো ও সৎ থাকা। তোমার তাদের বলা উচিত যে, 'দেখো, আমার আচরণ ভাল, আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি, আমি তোমাদের সঙ্গে ভালো কথা বলি, আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করি এবং তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করি না। আমি পড়াশোনায় পরিশ্রম করি যেন আমি ভালো ফল করি যেন বড় হলে দেশের সেবা করতে পারি। আমি আমার সম্ভাবনার সর্বোচ্চটুকু কাজে লাগাতে চেষ্টা করি যেন আমি দেশের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হতে পারি এবং বড় হয়ে এর সেবা করতে পারি। তাই আমি কোনোভাবেই নোংরা নই। আমার সম্পর্কে তোমরা যা ভাবার ভাবতে পারো। আমি তোমাদের সম্পর্কে খারাপ ভাবি না, কারণ যদি আমি অন্যদের সম্পর্কে খারাপ ভাবা শুরু করি তাহলে এটি ঘৃণার জন্ম দিবে। আমাদের স্লোগান হল, 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে'। সুতরাং তোমাদের যা খুশি তা বলে আমাকে ডাকতে পারো, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ঝগড়া করবো না এবং আমি দোয়া করবো আল্লাহ্ তা'লা যেন তোমাদের চিন্তা-ভাবনা পরিবর্তন করে দেন।' সুতরাং তুমি এগুলো বলতে পারো।"